দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 05 FEB 1998
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১৮

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসছে

শরিফুজ্জামান পিন্টু

দেশের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনা হচ্ছে। অচিরেই শুরু হতে যাচ্ছে নতুন পাঠ্যসূচী (সিলেবাস) প্রণয়নের কাজ। পাঠ্যপুস্তকের মান উন্নয়নে গ্রহণ করা হবে কার্যকর পদক্ষেপ। প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি ও পাঠদান পদ্ধতি আধুনিক করা হবে। এসব লক্ষ্যকে সামনে রেখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রায় ২৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সর্বশেষ সভায় প্রকল্পটি অনুমোদন লাভ করেছে। প্রকল্পের অধীনে বেশ কিছু ইন্টারমিডিয়েট কলেজে নবম ও দশম শ্রেণী খোলা হবে। পাশাপাশি কয়েকটি মাধ্যমিক স্কুলে খোলা হবে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী।

সূত্র জানায়, প্রায় ছ'বছর ফাইলবন্দী থাকার পর এ প্রকল্প আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে। ১৯৯২ সালে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় প্রকল্পটি ২৪৫ কোটি টাকায় অনুমোদন লাভ করেছিল। '৯৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে এটি বাস্তবায়ন হওয়ার কথা ছিল। অথচ গত ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত একনেক-এর সভায় পুনর্সংশোধিত হয়ে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকল্পটি অনুমোদন লাভ করে। তবে প্রকল্প ব্যয় দু'কোটি টাকা কমিয়ে ২৪৩ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়। কবে নাগাদ এ প্রকল্পের কাজ শেষ হবে তা একনেক-এর সভায় নির্ধারণ করা হয়নি।

জানা যায়, যুগের চাহিদার আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় উচ্চ মাধ্যমিক কারিকুলাম সংস্কারের কাজ অচিরেই শুরু করবে। এ ছাড়া আধুনিক পাঠ্য বিষয় প্রবর্তন, পাঠক্রম উন্নয়ন এবং পাঠ্যপুস্তক উৎপাদনের মান নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন করা হবে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রাক-চাকরি ও চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য পাঁচটি বিভাগে পাঁচটি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে।

সূত্র জানায়, ভৌত উন্নয়নের অংশ হিসাবে দেশের ১৩২টি বেসরকারী ইন্টারমিডিয়েট কলেজে নবম ও দশম শ্রেণী যোগ করা হবে। পাশাপাশি ২৬টি মাধ্যমিক স্কুলে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী খোলা হবে। দেশে ও বিদেশে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রকল্পের অধীনে ক্রয় করা হবে ২২টি যানবাহন। উল্লেখ্য, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। প্রকল্পের মোট ব্যয় হবে ২৪৩ কোটি ১৯ লাখ ১ হাজার টাকা। এর মধ্যে বাংলাদেশ সরকার প্রদান করবে ১৯৬ কোটি ৭১ লাখ ৭০ হাজার টাকা। বাকি ৪৬ কোটি ৪৭ লাখ ৩১ হাজার টাকা প্রদান করবে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও ইউএনডিপি।